মাতৃভাষাকে ভালোবাসার গুরুত্ব

কাজী সুলতানুল আরেফিন

ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার মাস। ভাষার জন্য আমাদের বিসর্জনকে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য ১৯৯৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশের মতো ভাষার গৌরব আর কারো নেই। ইসলামেও মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

মায়ের মুখের ভাষা শুনে ও শিখে শিখে আমরা বড় হই। তাই মায়ের মমতার মতোই মাতৃভাষার প্রতি মানুষের একটা মমত্ববোধ জেগে ওঠে। দুনিয়ার অন্য কোনো প্রান্তে থাকলেও মাতৃভাষা কারো মন থেকে মুছে ফেলা কোনোদিনও সম্ভব নয়। জন্মগতভাবে মানুষ তার মাতৃভাষাতেই কথা বলে। কারণ জন্মের পর মায়ের ভাষা শুনে শুনেই সে শেখে। মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটি শিশু মাতৃভাষা রপ্ত করে। ভাষা মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ।

আল্লাহ মানুষকে তার নিজের মনের ভাব অপরের সঙ্গে প্রকাশের জন্য ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের বর্ণনানুযায়ী ভাষার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এই মর্মে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।' (সূরা আর-রাহমান, আয়াত : ৩-৪)

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ নবী-রাসূলগণ নিজেদের গোত্রে নিজ মাতৃভাষায় ইসলাম প্রচার করেছেন। যদিও জান্নাতের ভাষা হবে আরবি এবং সবচেয়ে মর্যাদাবান ভাষাও আরবি। বিভিন্ন গোত্রে আসমানি কিতাবগুলো নাজিল হয়েছিল ওইসব গোত্রের মাতৃভাষায়। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের ভাষা বোঝা ও তাদের কাছে নিজস্ব ভাষায় ইসলামের দাওয়াত প্রদানে মহানবী (সা.) অন্যান্য জাতির মাতৃভাষা শেখার জন্য সাহাবিদের উপদেশ দিয়েছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে অনেকেই আরবি ভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা যেমন পারস্য, মিসরীয়, রোমান ও আফ্রিকান ভাষা জানতেন এবং সে ভাষায় খুব ভালো পারদর্শী ছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আরও ঘোষণা করেছেন, 'আর তার নির্দেশনাবলির মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।' (সূরা আল-রুম, আয়াত-২২)

আল্লাহতায়ালা যে কালে কালে মানবজাতিকে সৎপথে চালিত করার জন্য যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাদের ভাষাও যে ছিল ওইসব জাতির মাতৃভাষা তার সাক্ষ্য কোরআন দিচ্ছে। 'আর আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।' (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত-৪) সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাতৃভাষা খুবই মর্যাদাবান।

আসমানি কিতাবগুলো যেসব জাতির মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে অনুরূপভাবে মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন আরবদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের প্রবর্তক বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ছিলেন আরবি ভাষাভাষী। তিনি মক্কা ও মদিনায় যে সমাজে বসবাস করেছিলেন তাদের ভাষাও ছিল আরবি। পবিত্র কোরআন যেহেতু সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা.) মাধ্যমে তার স্বজাতির লোকদের কাছে অবতীর্ণ হয়, তাই নবী করিম (সা.) ও তার জাতির মাতৃভাষার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আরবি ভাষায় আল কোরআন নাজিল করা হয়। এই মর্মে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমি একে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত-২) এ থেকে বোঝা যায়, আসমানি কিতাবগুলো নাজিলের ক্ষেত্রে আল্লাহ মাতৃভাষাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলা যায়, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে।

arefin.feni99@gmail.com